কুমারখালীতে ট্রাকচাপায় শ্রমিক নেতা নিহত

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় জামাল হোসেন (৫০) নামে এক শ্রমিক নেতা নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের কুমারখালী তরুণ মোড়ে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জামাল হোসেন উপজেলার এলঙ্গীপাড়া গ্রামের মৃত হানিফ বাঙালের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সন্ধ্যায় শ্রমিক ইউনিয়নের কুমারখালী শাখার সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসেন শ্রমিক অফিস থেকে বের হয়ে রোড পার হতে গেলে এসময় ঢাকাগামী একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ মজিবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, নিহতের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ড্রাইভারকে আটক এবং ট্রাক জব্দ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় পথশিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ

কুষ্টিয়ায় স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থার উদ্যোগে পথশিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি সাদিক হাসান রহিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সম্মিলিত সামাজিক জোটের চেয়ারম্যান, দৈনিক কুষ্টিয়ার সম্পাদক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ড. আমানুর আমান।

তিনি বলেন, স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা একটি বেসরকারি সে¦চ্ছাসেবী সংগঠন। তারা নিজেরা নিজেদের জমানো টাকায় মানবতার কল্যাণে কাজ করে। অসুস্থদের পাশে দাঁড়ায়, শীতার্তদের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ, অনাহারীর মুখে খাবার তুলে দেওয়ার মতো কাজও তারা করে থাকে। একই সাথে বাল্যবিয়ে রুখতে সাহসী ভুমিকাও পালন করেছে এই সংগঠনটি। আশা করি স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা সামনে আরো ভালো ভালো কাজ করবে।

এ সময় দৈনিক মাটির পৃথিবী পত্রিকার সম্পাদক এমএ জিহাদ, আলো সে¦চ্ছাসেবী পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ফিরোজ আহমেদ, সাংবাদিক এস এম জামাল, মানুষ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের শাহাবুদ্দিন মিলন, সৃজনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শাহাবুদ্দিন আহমেদ, সাংবাদিক নাব্বির আল নাফিজ, ডাবলু জীবন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মেহেরাব হাসান মুশফিক, উপদেষ্টা সদস্য আসিফ মুতবা, সহ-সভাপতি ফারসা নাহার নৌশি, মোঃ রিফাত, উজ্জ্বল শেখ, তানজিল, রাহুল, সাব্বির, একশন এইড বাংলাদেশের ইন্সপাইরেটর জনাব হাবিবা খানম, জান্নাতুল ফেরদৌস উন্নতি, ফিল্ড এসোসিয়েট রিয়া আক্তার চাঁদনীসহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনটির সভাপতি সাদিক হাসান রহিদ বলেন, আমরা বন্ধুরা মিলে অল্প অল্প সঞ্চয় করে রাখা অর্থ দিয়ে সমাজের বিভিন্ন ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকার চেষ্টা করি। ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু করতে সকলের সহযোগীতাও কামনা করেন।

প্রসঙ্গত, কুষ্টিয়ায় স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা একটি সুন্দর সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে এবং একটি মানব কল্যাণমুখী সামাজিক সংগঠন হিসেবে দীর্ঘ চার বছর ধরে কাজ করে আসছে।

কুষ্টিয়ায় এমপি হানিফ করোনামুক্ত হওয়ায় দোয়া

মাহফিল

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব-উল আলম হানিফ এর করোনা মুক্তি লাভ হওয়ায় এবং তার স্ত্রী ফৌজিয়া আলমের রোগমুক্তির জন্য দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের স্বরুপদহ খাঁ পাড়ার মোড়ে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সহ সভাপতি নুরুল মৃধার সভাপতিত্বে ও জেলা কৃষক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলামের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোশাররফ হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন কুষ্টিয়া জেলা কৃষক লীগের সহ-সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক ইব্রাহিম খলিল।

এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে মিরপুর উপজেলা সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শারমিন আক্তার নাসরিন, মিরপুর উপজেলা শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি সেলিম হাসান, মিরপুর উপজেলা কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মকবুল হোসেন, মিরপুর উপজেলা মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি বেনজির আহমেদ পলাশ, মিরপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রাহাতুজ্জামান রাহাত, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ রনজু, ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খালেকুজ্জামান ভুট্টো, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুক্তারুজ্জামান মুক্তার, শাজাহান স্মৃতি সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুদ্দিন ইসলাম বাবুল, ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি হায়দার আলী মন্ডল, উপজেলা কৃষকলীগের ধর্মীয় বিষয়ক সম্পাদক ইউনুস আলি ও প্রচার সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

দোয়া মাহফিলে আওয়ামী লীগ নেতাসহ অসুস্থ সকল সদস্য ও পরিবারবর্গের সুস্থতা কামনা করে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন স্বরুপদহ দারুল মাদ্রাসার খতিব মাওলানা ইব্রাহিম কাশেমী।

এ সময় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ভুয়া গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যসহ আটক-৩

কুষ্টিয়ায় ভুয়া ডিবি পুলিশ, র্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের আটক করেছে পুলিশ।

তারা ভুয়া ডিবি পুলিশ, র্যাব ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পরিচয় দিয়ে অভিনব কৌশলে ছিনতাই/ডাকাতি করতো।

রোববার রাতে ভেড়ামারা উপজেলার ১২ মাইল এলাকা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করা হয়।

এ সময় একটি প্রাইভেট কার, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোগোযুক্ত টি-শার্ট, স্পেশাল ফোর্স কমান্ড লোগোযুক্ত টি-শার্ট ও নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহৃত দুই জোড়া বুট, র্যাবের ব্যবহৃত একটি কালো টুপি, ওয়াকি টকি সেট, দেশীয় তৈরি তরবারি ও ডেগার টিপ চাকু, ২ টি বিদেশি পিস্তল, দুইটি ম্যাগাজিন, ৪ রাউন্ড গুলি ও ১১বোতল ফেনসিডিলসহ স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ৯২ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

আটককৃতরা হলো ঢাকার সাভারের মৃত জমির খানের ছেলে আরিফুল ইসলাম (৪২), নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার কালা মিয়ার বাড়ি এলাকার তোফাজ্জল হকের ছেলে খোকন মিয়া ওরফে জামাল মিয়া(৫৫), মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি এলাকার আব্দুর রবের ছেলে মোহাম্মদ হারুন ওরফে বাবু মিয়া(৪২)কে আটক করা হয়।

সোমবার সকালে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ তথ্য জানান কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত।

তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে কুষ্টিয়া শহর ও আশপাশের উপজেলায় বিভিন্ন কৌশলে কখনও পুলিশ কখনও গোয়েন্দা পুলিশ আবার কখনও র্যাব এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিতো।

বিশেষ করে গরু ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ধোকা দিয়ে টাকা সংরক্ষণ করে রাখার কথা বলে ব্যাপারীদের নিকট থেকে টাকা নিয়ে গাড়িতে রাখত

এবং শহরের মধ্যে নারীদের কাছ থেকে স্বর্ণালংকার ছিনতাই করতো তারা।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার আরও জানান, আটককৃত ছিনতাইকারীরা প্রাইভেট কারটি ব্যবহার করে বিভিন্ন বাহিনীর পোশাক, বুট, ওয়াকি টকি সেট, অস্ত্র-গুলি ব্যবহার করে গরু ব্যবসায়ী, সাধারণ ব্যবসায়ী ও ভদ্র মহিলাদের টার্গেট করে ডিবি পুলিশ, র্যাব, কখনও গোয়েন্দা সংস্থাসহ অন্যান্য বাহিনীর পরিচয় দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে কুষ্টিয়া যশোর ঝিনাইদহ পাবনা রাজশাহী বগুড়া টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় দীর্ঘদিন ধরে ছিনতাই করে আসছিল।

১৪ টি অপরাধ সংঘটিত হয়ে আসছে। যার মধ্যে ৬ টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কুষ্টিয়াতে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় ডোপ টেস্টে ৮ পুলিশ চাকরিচ্যুত

ডোপ টেস্টে মাদক সেবনের প্রমাণ পাওয়ায় কুষ্টিয়া জেলায় কর্মরত আট পুলিশ সদস্যকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে।

তাদের মধ্যে দু’জন উপপরিদর্শক (এসআই), দু’জন সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) এবং বাকিরা কনস্টেবল পর্যায়ের। এ ছাড়া এক সার্জেন্টসহ দু’জনের বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত আছে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত পুলিশ সুপার হিসেবে যোগ দেওয়ার পর মাদকের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেন। মাদক ব্যবসায়ী, সেবনকারীদের বিষয়ে যেমন কঠোর ব্যবস্থা নেন, তেমনি পুলিশে কারা কারা মাদক ব্যবসা ও সেবনের সঙ্গে জড়িত তাও খূঁজে বের করা নির্দেশ দেন।

এরপর শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীদের পাকড়াও করার পাশাপাশি পুলিশেও শুরু

হয় শুদ্ধি অভিযান। আইজিপির নির্দেশে পুলিশ সদস্যদের ডোপ টেস্ট করার উদ্যোগ নেন পুলিশ সুপার। তিনি সহেন্দভাজন ও গোয়েন্দা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৯ সালের মে মাসে প্রথম কয়েকজন পুলিশ সদস্যের ডোপ টেস্ট করানোর নির্দেশ দেন। পরীক্ষায় এসব সদস্যের নিয়মিত মাদক সেবনের রিপোর্ট আসে।

এরপর গত দেড় বছরে পর্যায়ক্রমে ১১ জনের ডোপ টেস্ট করা হয়। এর মধ্যে ৯ জনই মাদক সেবন করতেন বলে ধরা পড়ে। পরীক্ষায় দু’জন এসআই, দু’জন এএসআই মাদক সেবনে জড়িত বলে জানা যায়। এ ছাড়া এক এসআইর কাছে মাদক পাওয়া যায়। যাদের মধ্যে একজন ট্রাফিক সার্জেন্ট রয়েছেন। মাদক সেবনকারী এসব পুলিশ সদস্য বিভিন্ন থানা ও ক্যাম্পে কর্মরত ছিলেন।

মাদকের বিষয়টি ধরা পড়ায় বিভাগীয় মামলার পাশাপাশি প্রথম দিকে অন্য জেলায় বদলি করা হয় তাদের। এর মধ্যে এক এসআইকে রাঙামাটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর ওই সার্জেন্টকে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। মাদক সেবনের বিষয়টি ধরা পড়ার পর অন্য সবাইকে বিভিন্ন জেলায় বদলি করা হয়। তদন্তে প্রমাণিত হওয়ার পর তাদের আটজনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত বলেন, মাদকের সঙ্গে কোনো আপস নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইজিপিও মাদকের সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই শুদ্ধি অভিযান চলছে। আমরা কুষ্টিয়া থেকে মাদক নির্মূলের পাশাপাশি পুলিশ থেকেও চিরতরে মাদকাসক্তদের বাড়িতে পাঠাতে চাই। কোনো মাদক সেবনকারীর পুলিশে চাকরি করার অধিকার নেই।

কুষ্টিয়ায় অন্তঃসত্ত্বা স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা!

‘আমার পেটে জীবনের বাচ্চা। আমিতো বেঁচে থাকতে ওর বিচার করতে পারলাম না। মরার পরে যেন কঠোর বিচার হয়” মৃত্যুর আগে এভাবে আবেগঘন সুইসাইড নোট লিখে দুই মাসের অন্তঃস্বত্তা এক স্কুলছাত্রী

আত্মহত্যা করেছে। সোমবার সকাল ৭ টার দিকে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার বাগুলাট ইউনিয়ের চর নিতাইল পাড়ার পূর্ব পাড়াতে এ ঘটনা ঘটে।

ওই ছাত্রীর নাম সোনিয়া খাতুন (১৬)। তিনি শালঘর মধুয়া হাজী আছিয়া খাতুন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী এবং নিতাইল পাড়ার সুফিয়া খাতুনের কন্যা।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, একই এলাকায় জহুরুল হাজীর কলেজ পড়ুয়া ছেলে জীবনের (২০) সাথে সোনিয়ার প্রায় এক বছর যাবৎ প্রেম চলছিল। এর মাঝে তারা শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। সম্পর্কের এক পর্যায়ে সোনিয়া দুই মাসের অন্তঃস্বত্তা হয়ে পড়লে বিয়ের জন্য জীবনকে সোনিয়া চাপাচাপি করতে থাকে। এরপর গত শনিবার জীবনের সাথে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাগপত্র গুছিয়ে রাখে সোনিয়া।

কিন্তু জীবন পালাতে রাজি না হওয়াই রবিবার সন্ধ্যায় জীবনের বাড়িতে ছুটে যায় সোনিয়া। এসময় জীবনের মা বাবা বোন মিলে সোনিয়াকে মারধর করে তাড়িয়ে দেয়। সোনিয়া সোজা বাঁশগ্রাম পুলিশ ক্যাম্পে গিয়ে লিখিত অভিযোগ করে। পুলিশ বিষয়টি দেখা হবে বলে আশ্বস্ত করে সোনিয়াকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। অপমান আর ক্ষোভে সোমবার সকাল ৭ টার দিকে সুইসাইড নোট লিখে নিজ ঘরে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে সোনিয়া।

নিহতের মা সুফিয়া খাতুন জানান, জীবনের সাথে গোপনে সোনিয়ার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। জীবনের বাড়িতে গেলে ওরা মারধর করলে ক্যাম্পে যায় সোনিয়া। পরে পুলিশ সোনিয়াকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। তিনি আরো জানান, রাতেই সোনিয়ার কাছ থেকে জানতে পারলাম ওদের শারীরিক সম্পর্ক ছিল এবং সোনিয়া দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা। তবে মেডিকেল টেস্ট করানো হয়নি। সুফিয়া জানান, আমার মেয়ে বাবা হারা। অনেক কষ্টে বড় করেছি। ওর সাথে যারা খারাপ কিছু করেছে, তাদের কঠোর বিচার চাই।

এ বিষয়ে বাঁশগ্রাম পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ রেজাউল ইসলাম মুঠোফোনে জানান, মেয়েটি ক্যাম্পে এসে তার এক ছেলের সাথে প্রেমের কথা জানিয়ে বলে আমি বাড়ি গেলে পরিবারের লোকজন মারবে। এ কথা শুনে আমরা বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি। তবে লিখিত অভিযোগের কথা তিনি অস্বীকার করেন।

কুমারখালী থানার ওসি অফিসার মজিবুর রহমান জানান, সুইসাইড নোট

লিখে মেয়েটি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তদন্তের স্বার্থে সুইসাইড নোটসহ একটি ডায়েরী জব্দ করা হয়েছে এবং সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এদিকে ঘটনার পর থেকেই জীবনসহ তার পরিবারের সকল সদস্য পলাতক রয়েছে।

লাউ চাষে লাখোপতি কুষ্টিয়ার ওয়াসিম

লাউ চাষে ওয়াসিমের সাফল্য এসেছে। তিনি কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। চলতি মৌসুমে লাউ চাষে করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তিনি। তার এই এলাকার মাটি ও আবহাওয়া লাউ চাষের উপযোগী হওয়ায় ব্যাপক ফলন হয়েছে। তার এই সাফল্য দেখে অনেকেই লাউ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

জানা যায়, নিজের পড়াশুনা শেষ করার পর বেসরকারী একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি শুরু করেছিলেন তিনি। তবে করোনার সময়ে চাকরি চলে যাওয়ায় তার নিজের গ্রামে ফিরে আসেন তিনি। বাড়িতে ফিরে এসে বসে না থেকে বড় ভাইয়ের পরামর্শে শুরু করেন লাউ চাষ।

ফলন ভালো হওয়ায় লাভবান হন তিনি। তার এই লাউয়ের জমিতে কাজ করে বেশ কয়েকজন শ্রমিক তাদের জীবিকা নির্বাহ করছেন।

ওয়াসিম বলেন, দুই বিঘা জমি ইজারা নিয়ে লাউয়ের চাষ করি। সেই জমিতে লাউয়ের চাষ করতে প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আর এখন পর্যন্ত সেই জমিতে প্রায় ১লাখ ৩০ হাজার টাকার লাউ বিক্রি করেছি। আরও যে পরিমাণ লাউ জমিতে আছে সেখান থেকে ৫০ হাজার টাকারও বেশি লাউ বিক্রি করতে পারবো বলে আশা করছি।

ওয়াসিম আরও বলেন, ছোটবেলায় বড় ভাইয়ের সবজি বাগানে লাউসহ বিভিন্ন সবজি চাষের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা লাভ করি। এমএ পাশ করে ঢাকায় গিয়ে চাকরি করি। কিন্তু করোনার সময়ে চাকরি চলে যাওয়ায় আবার গ্রামে ফিরে আসি। তখন দেখলাম পুরনো জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আরও কৃষি

অফিসারের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে হাইব্রীড জাতের লাউয়ের চাষ শুরু করি। এরপর প্রয়োজনীয় কীটনাশক ও সারের ব্যবহার করি।

তিনি আরও বলেন, আমার লাউ চাষের জমিতে শ্রমিকদের সাথে আমি নিজেও কাজ করি। তবে আমার লাউ ক্ষেতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পাশাপাশি আমাদের দেশীয় সবুজ সারের ব্যবহার করি। আর এইসব সার প্রয়োগের ফলেই আমার লাউয়ের ফলন ভালো হয়েছে।

মিরপুর উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মাহিরুল ইসলাম জানান, এই অঞ্চলে ওয়াসিম লাউ চাষে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার দেখাদেখি অনেকেই লাউ চাষের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

এ অঞ্চলে আগামী বছর লাউ চাষের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। লাউ চাষের ব্যাপারে আমরা কৃষকদের বিভিন্ন উপায়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছি। কৃষকরা লাউ চাষের ব্যাপারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা তাদের সহযোগিতা করবো।

কুষ্টিয়ায় ক্লিনিক ডায়গনষ্টিকে জরিমানা ও ক্লিনিক বন্ধ

কুষ্টিয়া: চিকিৎসা সেবার নামে প্রতারণা করার অভিযোগে কুষ্টিয়া শহরের পেয়ারতলায় অবস্থিত পদ্মা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সাথে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এছাড়াও সার্কিট হাউসের সামনে নিউ এ্যাপোলো ডায়াগনষ্টিক সেন্টারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ঝাউতলার এশিয়া ডায়াগনষ্টিক সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুবায়ের হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে এসব ক্লিনিক সিলগালা করে দেওয়া হয়।

(ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুবায়ের হোসেন চৌধুরী জানান, পেয়ারাতলা এলাকায় পদ্মা ক্লিনিক চিকিৎসা নীতি উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিল। ডিপ্লোমাধারী নার্স ও ডাক্তার ছাড়াই হাসপাতালটি দীর্ঘদিন থেকে পরিচালনা করা হচ্ছিল। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে সেখানে অস্ত্রোপচার কক্ষসহ বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পাওয়া যায়।এছাড়াও হাসপাতালের লাইসেন্স বা কোনও প্রকার রেজিস্ট্রার দেখাতে ব্যর্থ হন উপস্থিত কর্মচারীরা।

তিনি আরও জানান, এসব অনিয়মের দায়ে প্রতিষ্ঠানটি একেবারে সিলগালা করে দেওয়া হয়। এবং ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এছাড়াও সার্কিট হাউসের সামনে নিউ এ্যাপোলো ডায়াগনষ্টিক সেন্টারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ঝাউতলার এশিয়া ডায়াগনষ্টিক সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অভিযানের কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টরসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় পূনঃব্যবহৃত ব্যান্ডরোল যুক্ত বিড়ি জব্দ

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় রেল স্টেশেন থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার পূন:ব্যবহৃত ব্যান্ডরোল যুক্ত বিড়ি জব্দ করেছে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কুষ্টিয়া সার্কেল-২।

শনিবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলের দিকে উপজেলার ভেড়ামারা রেল স্টেশন থেকে এ পূন:ব্যবহৃত ব্যান্ডরোল যুক্ত বিড়ি জব্দে করে কাস্টমস কর্মকর্তার।

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কুষ্টিয়া সার্কেল-২ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভেড়ামারা রেল স্টেশনে অভিযান পরিচালনা করে

কাস্টমস ও ভ্যাট কর্মকর্তারা। সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে রেল যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসব বিড়ি পরিবহন করা হচ্ছিল বলে তাঁরা জানান।

এসময় প্রায় ১ লাখ ৮০০ টাকা মূল্যের পূন:ব্যবহৃত ব্যান্ডরোল যুক্ত ১ লাখ শলাকা সেতু বিড়ি ও ৪০ হাজার শলাকা আশিক বিড়ি জব্দ করা হয়। যার রাজস্ব ৪৫ হাজার ৩৬০ টাকা। মালিক বিহীন অবস্থায় থাকায় এসময় কাউকে আটক করতে পারেনি কাস্টমস।

পরবর্তীতে জব্দকৃত বিড়িগুলো ভেড়ামারা সার্কেল দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। উক্ত আটককৃত বিড়ি মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বরে জানিয়েছে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কুষ্টিয়া সার্কেল-২ সূত্রে জানা গেছে।

বেগুনের সাথে মুলা চাষে সফল মিরপুরের ফারুক

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া এলাকায় একময় তামাকের ব্যাপক চাষ হতো। কিন্তু কয়েক বছর ধরে সবজির চাষের দিকে ঝুঁকেছে চাষীরা।স্বল্প সময়ে বেশি লাভ হওয়ায় তারা বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করছে।

বছর চারেক আগে ৩ বিঘা জমি লিজ (ইজারা) নিয়ে সবজি চাষ শুরু করেন বলিদাপাড়া কৃষক ফারুক আহমেদ। তারপর থেকে সেই জমিতে বিভিন্ন সময়ে নানান সবজির চাষ করেন তিনি।

এক বিঘা জমিতে বেগুনের আবাদ করেছেন। সেই জমিতেই বেগুন গাছের ফাকে ফাকে মুলার আবাদ করেছিলেন। দুই মাসেই মুলা উত্তোলন করে প্রায় ৪০ হাজার টাকার বিক্রি করেছেন। এবং বেগুন গাছেও বেগুন তোলার উপযোগী হয়েছে।পাশাপাশি পেয়াজ চাষের জন্য প্রস্তুত করেছেন আরও দেড় বিঘা জমি।

শুক্রবার (২৭ নশেম্বর) সরেজমিনে দেখা যায়, ফারুক আহমেদ ও তার

স্ত্রী বাজারে বিক্রির জন্য ক্ষেত থেকে বেগুন ও মুলা উত্তোলন করছেন।

বেগুন চাষ করে লাভবান হয়েছেন তিনি। পাশাপাশি উদ্বৃত্ত হিসেবে আরও লাভ পেয়েছেন মুলার শাক ও মুলা বিক্রি করে।

কৃষি বিভাগের পরামর্শে এ বছর ৩৩ শতক জমিতে বেগুন চাষ করেছেন। ২৫-৩০ হাজার টাকা খরচ করে ইতোমধ্যে ৪০ হাজার টাকার মুলা বিক্রি করেছেন। এবং বেগুন বিক্রি করা শুরু করেছেন।

কৃষক ফারুক আহমেদ বলেন, আগে অন্যের জমিতে কৃষি কাজ করতাম। তারপর কৃষি অফিসারের পরামর্শে চার বছর আগে ৩ বিঘা জমি লিজ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সবজির আবাদ শুরু করি। এখন জমিতে বেগুন রয়েছে। আবার একই জমিতে মুলার আবাদও করেছি সাথী ফসল হিসেবে। এছাড়াও ফুলকপি রয়েছে কিছু জমিতে এবং পেঁয়াজ চাষের জন্য দেড় বিঘা জমি তৈরী করছি।

তিনি বলেন, ৩৩ শতক জমিতে বেগুন চাষ করেছিলাম। ২৫-৩০ হাজার টাকা খরচ করে ইতোমধ্যে ৪০ হাজার টাকার মুলা বিক্রি করেছি। এছাড়া ক্ষেতে যা বেগুন আছে তা বিক্রি করলে লাখ ৭০-৮০ হাজার পাওয়া যাবে বলেও জানান তিনি।

মিরপুর উপজেলা উপসহকারী কৃষি অফিসার মাহিরুল ইসলাম বলেন, উপজেলায় বিভিন্ন শাক সবজির চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষক ফারুক আহমেদ বেগুন ক্ষেতে সাথী ফসল হিসেবে মুলা চাষ করে লাভবান হয়েছেন। এছাড়াও তার ক্ষেতে আরও অন্যান্য সবজি আছে। আমরা তাকে সার-বীজসহ বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছি।